তৃতীয় নয়ন

বিজন রায়চৌধুরী

দীপু না ?
চৌরাস্তার মোড়ে চকলেট রঙের মাতি ভ্যান থেকে নেমে বেনুদি আমার হাত ধরল। তুই কিন্তু একই রকম আছিস...
চিনবার কথা নয়, মাঝখানে অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে। ছিপছিপে চেহারার বেনুদি এখন বেশ মোটার দিকে, ফরসা রঙে অ ারো লালচে চেকনাই। শরীর জুড়ে সুখের আভাষ। শুধু উপরের পাটির গজ দাঁতের হাসিবেনুদি বলে চিনিয়ে দিল।
বেনুদি এখন কোলকাতায় থাকে। থাকে বললে ভুল বলা হবে। যোধপুর পার্ক অঞ্চলে তিনতালায় একটা তিন কামরার ফ্ল্যাট আছে। কিন্তু থাকা প্রায় ঘটেই না। ব্যাবসায়ী স্বামীর সাথে আজ দিল্লী, কাল টোকিও তো পরের দিন লন্ডন। কখনও বেনুদিকে একাই যাতায় াত করতে হয়।
উনসত্তর কি সত্তরে বরদাসুন্দরী মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে বেনুদি আমার সাথে একই ক্লাসে পড়ত। স্কুলের খাতায় নাম ছিল সুতপা। পয়সাওয়ালা বাড়ীর মেয়ে, বাবার বিশাল বিল্ডিং মেটিরিয়ালসের দোকান। নিত্য নতুন নতুন পোশাক পরে স্কুলে আসত, কোনটা লন্ডনের কাকা পাঠিয়েছে, কোনটা কানাডার মামা। রকমারি রঙ আর ডিজাইনের বাহারে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে যেত। স্কুলের বড়দিদি একদিন ক্লাসে সবার সামনে বেনুদির উদ্দেশে বলেছিলেন, ফ্যাশনটা বাড়ীতে করো আপত্তি নেই, স্কুলে কিন্তু পড়াশুনাটা...
দিদি বাচচু সতর্ক করত, বড়লোকের বখাটে মেয়ে, ঢণ্ডী ওর দিকে বেশী ঘেষবি না....
বেনুদিকে তখন আমি নাম ধরে ডাকতাম, একই ক্লাসের মেয়ে। মা ধমক দিল, নাম ধরে ডাকিস কেন? ওর বয়স কত জানিস ? কতব ার ফেল করল...
কাকামণি তখন কলেজের শেষ ধাপে, একদিন চুপিচুপি ছাদে ডেকে নিয়ে একটা মুখবন্ধ রঙিন খাম আমার হাতে তুলে দিল, সুতপাকে দিবি, খবরদার কেউ যেন জানতে না পারে...
আমি বললাম, বেনুকে দিতে হবে তো?
বেনু কেন ? দিদি বলতে পার না ? কাকামণির গলায় বিরক্তির আভাষ, তোমার চেয়ে অনেক বড়।
বেনুদির হাতে চিঠিটা দিতেই ও চট্ করে আমার দিকে পিছন ফিরল। কিছুক্ষণ বাদে আমার দিকে ফিরতেই দেখলাম ওর সুন্দর ফর্সা মুখটা লাল হয়ে গেছে।
কৌতুহলে জিজ্ঞেস করলাম, দেখি কি লিখেছে।
তড়িৎ গতিতে খামটা বুকের ভিতর চালান করে বেনুদি মুখ ঝামটা দিল, তো কি দরকার, বাচচা মেয়ে ভাগ...
আমর খুব কষ্ট হত মনে। বেনুদির মুখ ঝামটার জন্য যতটা তার চেয়ে অনেক বেশী কাকামণির চিঠি লেখার জন্য। কি এমন লেখে ক াকামণি যার জন্য বেনুদির মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে যায়। কেন লেখে? কাকামণির মত ভাল ছেলে বেনুদির মত বড়লোকের বখাটে মেয়েকে গোপন চিঠি দেয় কেন?
কাকামণির খুবই অনুরক্ত ছিলাম আমি। ভালও বাসতাম খুব। শুধু আমি কেন ছেলের বয়সী এই দেওরটার উপর মায়েরও একটা অসম্ভব টান ছিল। আমার স্বল্পভাষী রাশভারী বাবা কাকামণি সম্পর্কে কখনও কোন বিরূপ মন্তব্য করলে মা খে দাঁড়াত, ঋষিটা এইরকম নয়।
শুধু আমাদের কাছে নয়, পাড়া প্রতিবেশী সবার কাছেই কাকামণির একটা অন্যরকম ভাবমূর্তি ছিল। ভাল ছেলে।

কাকামণির সব ভাল। পড়াশোনায় ভাল , ভাল ক্রিকেট খেলত, কলেজ ম্যাগাজিনে কবিতা লিখত, আর মাঝে মাঝে খোলা গলায় যখন গান ধরত, আকাশ ভরা সূর্য তারা... আমার বাবা পর্যন্ত একটা আনমনা ভঙ্গী করে বিভোর হয়ে শুনত। কাকামণির শুধু একটা জিনিসই খারাপ ছিল, চোখদুটো। স্কুলে নীচু ক্লাস থেকেই চোখে চশমা উঠেছিল। পরে দেখেছিলাম কাকামণির চশমার মোটা কাঁচের দিকে বেশিক্ষণ তাকালে আপনা থেকেই আমার চোখদুটো ঝাপসা হয়ে যেত।
খুব পড়তো কাকামণি, রকমারি সব বই, কোনটা কলেজের পাঠ্য বা কোনটা পাঠ্যের বাইরে সেটা বুঝবার মত ক্ষমতা আমার সেই

বয়সে ছিল না। কখন কখন আমাদের ডেকে শোনাত। আমাকে, মাকে। জুলিয়াস ফুচিক, চেগুয়েভার, নভেম্বর বিপ্লব। আমার নিরেট মাথায় ওসব ঢুকত না। যদিও বোঝাবার চেষ্টায় কোন ত্রুটি ছিলনা কাকামণির। শ্রেণী সংগ্রাম, শ্রেণীশত্রু, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা--- সমাজ পরিবর্তন --- মাও বুঝতে কি না সন্দেহ। তবে কাকামণির বলার মধ্যে, --- কণ্ঠস্বরে একটা তীব্র মাদকতা ছিল। আমাদের যেন কেমন একটা নেশা ধরে যেত। আমরা বিশ্বাস করতাম কাকামণিরা সবার ভাল চায়। আমার, মায়ের, বাবার --- পৃথিবী শুদ্ধ সব মানুষের। কাকামণি একমাত্র আমার বাবাকে কিছুমাত্র বোঝাবার চেষ্টা করতে যায়নি। বাবাকে বেশ সমীহ করত, সন্তর্পণে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করত।

মাঝে মাঝেই চোখের চশমা খুলে আমাকে বলত কাকামণি--- আমার চোখের দিকে তাকা।

আমি গভীর দৃষ্টি মেলে কাকামণির চোখের দিকে তাকাতাম--- কিছু দেখতে পেলি?

আমি দেখতাম কাকামণির চোখে সাদা অঞ্চলের মাঝে একটা কালো গোলাকার অংশ ছটফট করছে। তার ঠিক মাঝখানে খয়েরি বড় একটি বিন্দু। রামধনু হয়ে বিচিত্র সব বর্ণ তার ভিতর খেলা করছে।

কাকামণি অনেকটা বরে পাওয়া মানুষের গলায় বলত--- ওটা স্বপ্নের রঙ, একদিন দেখিস জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সীমানা মুছে গিয়ে গোটা পৃথিবীটা একটা দেশ হয়ে যাবে। যুদ্ধ হানাহানি বলে আর কিছু থাকবে না...

গভীর রাতে কোন কারণে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখতাম দেওয়ালে কাকামণির দীর্ঘছায়া। মেঝেতে বসে কাকামণি কি সব পড়ছে। সামনে জ্বলন্ত মোমবাতি কিংবা লণ্ঠন।

মারও চোখে পড়ে গিয়েছিল একদিন। কাকামণির হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে ফুঃ দিয়ে আলো নিভিয়ে দিয়েছিল, বিদ্যাসাগর হচ্ছ, চোখটা গেলে দেখবেটা কি ?

।।২ ।।

বেনুদি আমার হাতটা ধরে আছে। কি ফর্সা হাত। আমার কালো হাতের পাশে যেন আরো বেশী ঝক্‌ঝক্‌ করছে। দামী সেন্টের গন্ধ। বড়লোকি একটা ছাপ বেনুদির সারা শরীর জুড়ে ফুটে রয়েছে।

যেও না, একদিন আমাদের বাড়ী --- আমি বললাম।

যাব, বাচচুদি এসেছেন না।

ভাগনে ভাগনী শুদ্ধ ছোড়দি এখন আমাদের বাড়ী। প্রথম মেয়ের প্রায় বার তের বছর পর ছোড়দির একটা ছেলে হয়েছে। ভাগনেটা এখন বছর খানেকের। নাদুস নুদুস বাচচাটা সারা ঘর জুড়ে হামা দেয়। বাবা মায়ের দম ফেলার ফুরসত নেই।

বেনুদি হয়ত আমাদের বাড়ীযাবে। তবে বাচচুদি বা তার কচি বাচচাটার টানে নয়, যাবে কাকামণির টানে। আগে যেমন ঘন ঘন আসত, মায়ের ভ্রুকুটি বা দিদির বিরক্তিকে অগ্রাহ্য করে। কাকামণির কান বাঁচিয়ে দিদি মাকে বলত, কাকামণির কাছে এই মেয়েটা আসে কেন বলতো? ভাল্লাগেনা।

আমার মন বলল বেনুদি একবার নিশ্চয়ই আসবে। কাকামণিকে দেখতে কিংবা নিজেকে দেখাতে...

কিছুটা ইতস্ততঃ করে গাঢ় অথচ নীচু গলায় আমায় জিজ্ঞেস করল বেনুদি, ঋষিদা কেমন আছে রে?...

।।৩ ।।

প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেলে, তারপর হিজলি--- ভাগলপুর হয়ে শেষে তিহার। দশ বছর বাদে এই সেদিন কাকামণি পাকাপাকি ভাবে ফিরে এসেছে আমাদের বাড়ী। ফিরে এসেছে মানে কাকামণিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কারণ ওরা নিশ্চিন্ত যে কালো চশমার অন্তরালে কাকামণির দুটি চোখে রামধনু রঙ ছড়িয়ে কোন স্বপ্ন আর খেলা করবে না।

এক মহালয়ার রাতে বড় রাস্তার উপর দুলাল মিত্র খুন হলেন। বেনুদির বাবা। সারা শহর জুড়ে পুলিশ আর মিলিটারির দাপাদাপি, ধরপাকড়।

নভেম্বরে আগেভাগেই শীত বেশ জাঁকিয়ে এসেছে। এক গভীর রাতে সবার ঘুম ভাঙিয়ে পুলিশ এসে বিছানা থেকে কাকামণিকে তুলে নিয়ে চলে গেল। আশেপাশে বাড়ীগুলোর জানালায় তখন উৎকণ্ঠিত ও ভীত সারি সারি অনেক মুখ।

কাকামণি নাকি বোমা বাঁধে, শুধু তাই নয়, তিন-তিনটে খুনের সাথে সরাসরি যুক্ত। দুলাল মিত্রের খুনেও কাকামণির হাত আছে।

বাবা অফিসের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে লোনের আবেদন করল। মা স্টীলের প্রাচীন ট্রাঙ্কটা খুলে গয়নাভর্তি কাপড়ের পুঁটুলিটা এনে বাবার হাতে তুলে দিল।

যে কোন পরিস্থিতিতে ধীর ও ভাবলেশহীন বাবাকে সেই প্রথম অস্থিরতা প্রকাশ করতে দেখেছিলাম। মার দিকে চেয়ে বলেছিল, তোমার আরো একটা মেয়ে আছে সরমা।

মার গলায় কোন কম্পন ছিল না। এসব পরে ভাবা যাবে, আগে ছেলেটাকে বাঁচাই।
কাকামণি শুধু অনুযোগ করেছিল,, পয়সাগুলো অনর্থক জলে দিচ্ছ বৌদি, আমাদের বিচার হয় না।
বিনা বিচারেই দশ-দশটা বছর কমে গেল কাকামণির জীবন থেকে। কিন্তু মায়ের বিশ্বাসের ভিতটা বিন্দুমাত্র কমজোরি হল না। ঋষি কখনও একাজ করতে পারে না....
বাবা তার সহজাত নিত্তাপ গলায় বলেছিল, জিজ্ঞেস করলেই পার। ওতো তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলবে না।
মা কিন্তু আজও জিজ্ঞেস করে উঠতে পারেনি। হয়ত দ্বিধা ছিল, কিংবা ভয়। যদি সত্যি হয়। কিছু কিছু সত্যি আছে বড় ভয়ঙ্কর হয়ে বুকে ধাক্কা মারে।
কাকামণি এখন সেই দক্ষিণমুখী ঘরটার চৌকির উপর। তার সেই পুরানো আস্তানায়।
মা মাঝে মাঝে বলে, এক-আধটু ঘরের বাইরেতে যেতে পারিস। দীপু না হয় তোর সাথে যাবে...।
কাকামণি উত্তর দেয়, বাইরেটাতো অনেক দেখলাম, এবার ভিতরটা একটু দেখি।
মা জিজ্ঞেস করে, এখন তুই কেমন আছিস ঋষি ?
কাকামণি উত্তর দেয়, এখানে তো বরাবর আমি ভালই থাকি...
মা সস্নেহে কাকামণির পিঠে হাত রাখে। ওখানে ওরা তোকে খুব কষ্ট দিত... নারে...।
মার গলায় বেদনার আভাষ। কাকামণি উত্তর দেয় না। হাসে না, কিংবা বেদনার কোন আভাষও চোখে - মুখে ফুটে ওঠে না।
।। ৪ ।।
দেহর কষ্টটা তো কোন কষ্ট নয়। কিন্তু মনের কষ্টটা। একটা বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে কত বিশ্বাস হারিয়ে ফেললাম বল তো। আজকাল বড় কষ্ট হয়, আপশোষ হয়। দু-চোখ দেখার মধ্যে বড় ফাঁকি রয়ে গেল। কিছুই দেখা হল না আমার। নিজের দেশ, মাটি, মানুষ, গ্রাম দেখলাম না, শহর চিনলাম না। অনেক কিছুই অজানা রয়েগেল। অথচ সবকিছু পালটাতে চাইলাম। এখন বুঝতে পারি কিছুই পালটায়নি। বরঞ্চ পালটেপুলটে আমরাই কেন অপরিচিত হয়ে গেলাম। শুধু কিছু গোছান শব্দ আর সাজানো সংলাপ আমাদের নিশির ডাক ডেকে টেনে নিয়ে গেল...
কালো চশমার আড়ালে কাকামণির দুটো চোখ। দীঘির জলের মত স্থির তার মুখ। ঠোঁটে কোন ওঠানামা নেই। অথচ অনেক দীর্ঘশ্বাসের সাথে তার বুকের গভীর অন্তস্থল থেকে নিঃশব্দে উচ্চারিত শব্দগুলো ইথার তরঙ্গ বেয়ে বাতাসে আমার চারপাশে ভেসে বেড়ায়। আমি তো এখন বড় হয়েছি তাই অহরহ এগুলো আমায় স্পর্শ করে।
জানালার দিকে মুখ, দু-হাঁটুর উপর শরীরের ভার, অনেকটা সূর্য প্রণামের ভঙ্গীতে খাটের উপর বসে থাকে কাকামণি। দৃষ্টি দূরে... বহু দূরে...
কি দেখে কাকামণি ? নীল আকাশ, সবুজ গাছপালা না দিগন্ত বিস্তৃত রুক্ষ প্রান্তর। কাকার চোখে তো এখন অন্য কোন রঙ ধরা পড়বে না। কালো চশমার আড়ালে কাকামণির দু-চোখে এখন শুধুমাত্র একটাই রঙ, কালো আর কালো।
---জানালার পর্দাটা তুলে দে দীপু, ঘরে একটু রোদ খেলাক।
কাকামণির কথায় আমি তাকিয়ে দেখি বাড়ীর সামনের কৃষ্ণচূড়ার দু ডালের মাঝখান দিয়ে এক চিলতে সোনালি রোদ জানালার পর্দায় বাসা বেঁধেছে।
মাঝে মাঝে আমার খুব অবাক লাগে। কাকামণি কি দেখতে পায় ? বাড়ীর পোষা বিড়ালটা পা টিপে টিপে খাটের নীচে ঢুকে যায়। কাকামণি কিন্তু ঠিক টের পায়।
দেখতো মেনিটা বোধহয় বাচ্চা দিয়েছে।
হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নীচে ঢুকে বিস্মিত হই। একটা ঝুড়ির মধ্যে ছানাপোনা সহ মেনী। জুলজুল করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।
কাকামণি তুমি বোঝ কি করে ?
এখন যে আমি সব দেখতে পাই।
কেমন করে --- কথাগুলো যেন ধাঁধাঁর মত লাগে।
কাকামণি হাসে। কোন শব্দ হয় না, শুধু মুখের পেশীর সঙ্কোচনে ঠোঁট ফাঁক হয় । শব্দটা শুধু টের পাই নিজের বুকের ভিতর।
এতদিন সেটা দু - চোখের আড়ালে ছিল...
কোথায় ?
এখানে। আঙ্গুল দিয়ে কাকামণি নিজের বুকটায় ইঙ্গিত করে।

।। ৫ ।।

সুতপা এসেছে... ---কাকামণির দৃষ্টি জানালার দিকে।
বেনুদি যে এসেছে তা জানি। তা বুঝবার জন্য কোন চোখের দরকার পড়ে না। বেনুদির উচচকিত হাসি আর গলার আওয়াজই তার উপস্থিতি বুঝিয়ে দিচ্ছে।
বেনুদি এখন ছোড়দির ঘরে। বাচচাটাকে বুকে জড়িয়ে আদরে আর চুমায় চুমায় অস্থির করে তুলেছে। সেইদিকে তাকিয়ে ছোড়দি প্রশ্রয়ের হাসি হাসছে।
তোর এবার একটা হোক বেনু। অনেকদিনতো হল।
বেনুদির উত্তর শুনতে পাই। পাগল হয়েছ, আমার সময় কোথায়। এখন এসব নয়...।
ডিসিশনটা কার, তোর না তোর হাজব্যান্ডের ?
বেনুদি আবার হাসে। তোমরা পার বটে। আমার একার কেন হবে ?
আমি জানি বেনুদি এবার এঘরে আসবে। বেনুদির উদ্দেশে আমার সাবধান ছিল,
কোনরকম আহা উহু করবে না। কাকামণি পছন্দ করে না।
বেনুদি ভ্রু-ভঙ্গী করেছিল, তাই
চোখে যেন জল না আসে...
বেনুদি আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আমাকে কাঁদানো এত সহজ নয়...

।।৬ ।।
কেমন আছ ঋষিদা ?...
এখানে তো আমি বরাবর ভালই থাকি। কাকামণির নিস্তাপ কণ্ঠস্বর। এমনকি জানালার থেকে মুখ ফিরিয়ে বেনুদির মুখোমুখি হয় না পর্যন্ত।
তোমার কেমন চলছে...
চলা কি বলছ, উড়ছে বল। বেনুদির গলায় অকারণ উচছ্বাস, মাটিতে পা রাখবার সময় আর পাই কতটুকু
আমি দেখলাম কাকামণির কালো চশমার মুখটা সরাসরি ঘুরে যাচ্ছে বেনুদির দিকে।
মাটিতে পা না রাখাটা আমাদের বরাবরই ভুল অভ্যাস...
আমি খুব ভাল আছি ঋষিদা, সুখে আছি..., বেনুদির গলায় অনাবশ্যক জেদ।
হুঁ সুখ নামে অসুখটা তোমার ভিতর বেশ জাঁকিয়ে বসেছে।
কাকামণি হাসল, এবার বেশ শব্দ করেই।
ভরাট মুখ, কোমর জুড়ে মেদের ঢল, চোখের নীচে মাংসের হালকা স্তুপ, কাকামণি যেন বেনুদির শরীরটা জরিপ করছে, বড়লোকদের সবরকম লক্ষণ তোমার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে।
বেনুদি নির্বাক। আমার মধ্যে অস্বস্তি বাড়ছে।
---এরপর আসবে হাই ব্লাডপ্রেসার তারপর ব্লাডসুগার...
বেনুদি চলে গেল। আমার যেন মনে হল পালিয়ে গেল।
কাকামণির বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। সুতপাও ভাল নেই, কাকামণির গলায় স্পষ্ট বেদনার সুর।
আমার যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। বেনুদির বরকে আমি দেখেছি। কি সুন্দর দেখতে। কতবড় চাকরী করেন। কত পয়সা। গাড়ী, বাড়ী, সারা বছর ধরে গোটা পৃথিবী জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেনুদি খারাপ থাকবে কেন?
খানিকটা চ্যালেঞ্জের সুরে বললাম, কি করে বুঝলে ?
কাকামণি হাসে। বুকের উপর একটা টৌকা মেরে বলে, সবাই যে আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। অবস্থান পালটে কাকামণি আবার জানালার দিকে।
সন্ধে নেমেছে, জালালাটা বন্ধ করে দে, কাকামণি বলে, মশা ঢুকবে।
আমার দৃষ্টি জানালা পেরিয়ে বাইরের আঙিনায়। আশর্চ্য হয়ে দেখি বাইরের আলো ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে।